নীলাব্জ চক্রবর্তীর কবিতা

যে দিনগুলো

*

শরীরের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া
যে দিনগুলো বারবার
বাঁকানো স্বচ্ছ পর্দার বাইরে দিয়ে
স্মৃতি এক ম্যাপ-ভর্তি গাইডেড-ট্যুর
নারী পর্যন্ত এই শীত
কিছু ভার্টিক্যাল
ঠোঁ
ট
হয়ে যাচ্ছে
পেতে রাখা ঠাসবুনোট শব্দটায় পাথর গড়াতে গড়াতে
যে ভাষা
দিনের কাছে দিন
একটা শুল্ক অবধি যে হৃদয় হল
বরফে বরফে
ঋতুর দীর্ঘ গায়ে
লাগাতার কাঁটাতার বসে আছে...

প্রিয় দৃশ্য পর্যন্ত

*

বরফ বদল করার মুদ্রায় একটা অস্পষ্ট দিন। পাপ অর্থে যে গভীরতা। এবং সে। প্রিয় দৃশ্য পর্যন্ত পুড়ে যাচ্ছে পাথরের নাভি। দূর মানে একটা বোতামের নাম মাত্র। ক্লিক করছে অথচ। আলোঘর রিদমঘর বাতিল হতে হতে পরপর। ক্ষুধা একটি শব্দ হয়। বিলাস বিলাস বলে ডেকে ওঠার একটা লালচে রাস্তা। শরীর খুলে খুলে রাখছে। স্নায়ুর পর স্নায়ু। পিছল। কতটা বাউন্স নিয়ে বাদামী বিকেল। মাংসের কাছে ফিরে যাচ্ছে মাংসের দিনলিপি। ক্যামেরায় পাখি পড়ছে। বাঁধানো অক্ষরসমূহ ঝরে পড়ছে তো পড়ছেই...

সম্ভাব্যতা ও অন্যান্য দ্বিধার ভেতর

*

স্মৃতি ও শরীরের মাপে কেটে নেওয়া
এক একটা ব্যবহার্য
সমুদ্রভাবনায়
স্লো মোশান
কেমন প্রেডিক্টেবল হয়ে উঠছে
নামছে
এখানে
ইনসাইড-আউট কথাটা বসবে কি বসবে না
ভাবতে ভাবতে
একটা ধাতব ঋতু
কেটে কেটে বর্ণনার মতো
ফটোফিনিশ
মানে
কাগজের সালোকসংশ্লেষ হচ্ছে...

একটা তেরছা অঙ্ক

*

কাঁচ অবধি
এই বর্ণমালা কেমন
স্বাদু জিভ হয়ে
বাক্সের গায়ে যে দিন উঠছে
ছায়া পাঠ করতে করতে
কথা গড়িয়ে আসছে কথার গায়ে
শরীর করছে
জানলাজুড়ে
ইউ আর ভি-র ভেক্টর
মানে
গাড়ির গতিবেগ বৃষ্টির গতিবেগের
তেরছা অঙ্ক
চোখে নরম করছে
এই খনিজ অভ্যাস ও পাতাবাহার...

সমাবকলন

*

এইসব ঘোড়াছাপ দিন দিবস হয় ক্রমে। লক্ষ করি, ভাষায় জল পড়ছে। ডট। চিহ্ন এইসব জাগতিকতা। সহাস্য। ভাষার যে স্মৃতি। নিসর্গ বলতে বলতে মূলবিন্দু থেকে ক্রমে বেঁকে যাওয়া অক্ষরেখা ও তার বিষাদ। কথায় কথায় এসে পড়ে ডেরিভেটিভ। অধীন চলরাশির মতো হলুদ। সেই তো ভাষায় হাত পড়লই। রঙ কি একটা দূরত্বের নাম তবে? অথচ স্মৃ নামের ধাতু, যে আলাপে, বারবার ঝালিয়ে নিচ্ছে জুড়ে নিচ্ছে ক্তিন প্রত্যয়... অন্ত হচ্ছে...